বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭

(২০১৭ সনের ১৭ নং আইন)

বাংলাদেশে মোটরযান ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের মোটরযান ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

*(২) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

* এস, আর, ও নং ৩৪২-আইন/২০১৯, তারিখঃ ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ ইং দ্বারা ১৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে উক্ত আইন কার্যকর।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "আউট সোর্সিং" অর্থ কর্তৃপক্ষের কোনো বিশেষায়িত কাজ বা সেবা সরকারের বিধি-বিধান অনুসরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করা;

(খ) "উপদেষ্টা পরিষদ" অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কোম্পানি" অর্থ কোম্পানি আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি;

(ঙ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(চ) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত পরিচালনা পরিষদ;

(ছ) "প্রবিধান" অর্থ ধারা ২৬ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(জ) "বিধি" অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বা পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্য; এবং

(ঞ) "সভাপতি" অর্থ উপদেষ্টা পরিষদ অথবা পরিচালনা পরিষদের সভাপতি।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত কার্যকর অন্য কোনো আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য কোনো দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা

৪। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ord. No. LV of 1983) এর Chapter IA এর section 2A এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Road Transport Authority (বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যালয়

৫। (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার অধস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬। কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ যথা:-

(ক) আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সুশৃঙ্খল ও দক্ষ সড়ক পরিবহন সেবা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা;

(খ) সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব করিয়া গড়িয়া তোলা;

(গ) সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কারিগরি ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ চালক সৃষ্টি এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ।

কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও কার্যক্রম পরিচালনা

৭। (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের প্রশাসন ও কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উহার প্রশাসন ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি এবং পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি

৮। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) মোটরযান চালনার ড্রাইভিং লাইসেন্স, মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স, রুটপারমিট ইত্যাদি প্রদান;

(খ) মোটরযান প্রস্তুতকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযান ওয়ার্কশপ, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল, মোটরযান দূষণ পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন প্রদান;

(গ) যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) সরকারি মোটরযান মেরামত ও অকেজো ঘোষণার নিমিত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;

(ঙ) সড়ক দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরযানের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান;

(চ) সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;

(ছ) ট্রাফিক চিহ্ন, সংকেত, গতিসীমা ইত্যাদি নির্ধারণ;

(জ) ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় সমন্বিত রুটনেটওয়ার্ক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) মোটরযানের টাইপ ও শ্রেণির নমুনা অনুমোদন এবং তদনুযায়ী নির্মাণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(ঞ) মোটরযানের এক্সেল লোড ও ওজনসীমা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ট) আঞ্চলিক পরিবহণ কমিটি গঠন ও ইহার কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

(ঠ) মোটরযানের কর ও ফি আদায় এবং সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযানের ফি নির্ধারণ;

(ড) গণপরিবহণের ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

(ঢ) যে কোন এলাকা বা অধিক্ষেত্রের মধ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে মোটরযান ও গণপরিবহণের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) উপরি-উক্ত কোন বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোন কাজ; এবং

(ত) সরকার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধান দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব।

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

৯। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) সড়ক নিরাপত্তার স্বার্থে মোটরযান ও ইহার চালককে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হইতে বাধ্য করিতে পারিবে এবং যেইরূপ যথাযথ মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ ইহার অধঃস্তন কোন কার্যালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত মোটরযান নিবন্ধন সনদ, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি পুনঃ পর্যালোচনা করিয়া যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে অধঃস্তন কার্যালয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

উপদেষ্টা পরিষদ ও উহার গঠন

১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে এবং উক্ত উপদেষ্টা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মন্ত্রী, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন;

(গ) মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন;

(ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ;

(ছ) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়;

(ঞ) সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়;

(ট) সচিব, সেতু বিভাগ;

(ঠ) মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ;

(ড) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ঢ) নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির একজন প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সড়ক পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি; এবং

(দ) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ও মেয়াদের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি, ইত্যাদি

১১। (১) উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নির্ধারণ;

(খ) স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী সড়ক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) সড়ক নিরাপত্তা বিধানে কৌশল উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়নের দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমন্বয় সাধন;

(চ) পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;

(ছ) জনবান্ধব, ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী দক্ষ গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংস্কারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান;

(জ) সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রেরিত বিষয়াদি নিষ্পত্তিকরণ।

(২) উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নীতি, সুপারিশ, নির্দেশনা ইত্যাদি কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করিবে।

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

১২। (১) উপদেষ্টা পরিষদের সভা প্রত্যেক ৪ (চার) মাসে একবার অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য-সচিব, উহার সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে, উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহবান করিবেন এবং এইরূপ সভা উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদ উহার সভায় কোন আলোচ্য বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা পারদর্শী এইরূপ যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিতে পারিবে এবং